দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ..21 JUN 2015...
পৃষ্ঠা ...20... কলাম ...2...

অনলাইন স্কুলে পল্লীর শিশুদের ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা

■ সমীর কুমার দে, টেকনাফ থেকে ফিরে

ঢাকা শহর থেকে প্রায় ছয়শ কিলোমিটার দূরে আর কক্সবাজার জেলা শহর থেকে ৯৩ কিলোমিটার দূরের উপজেলা টেকনাফ। সেখান থেকে আরো তিন কিলোমিটার দূরে খোনকারপাড়া গ্রাম। একেবারেই অজপাড়াগাঁ। এই গ্রামে মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বড়ই অভাব। এই গ্রামে যদি ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনার কথা বলা হয় তাহলে তা হস্যকরই শোনাবে; কিন্তু সেই হাস্যকর বিষয়টিই বাস্তব রূপ পেয়েছে। খোনকারপাড়া ও আশপাশের গ্রামের শিশুরা এখন লেখাপড়া করছে ইংরেজি মাধ্যমে। তাও আবার ইন্টারনেটের সহায়তায়।

ঢাকা থেকে একজন শিক্ষক ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই অনলাইন স্কুলে শিশুদের ক্লাস নিচ্ছেন। গ্রামীণফোনের উদ্যোগে ও সহযোগিতায় 'জাগো ফাউন্ডেশন' ও 'অগ্নি'র ব্যবস্থাপনায় ঢাকার রায়েরবাজারে স্থাপিত স্টুডিও থেকে শিক্ষকের ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা। সরেজমিনে টেকনাফের খোনকারপাড়া স্কুলে গিয়ে দেখা যায় এই চিত্র। শুধু টেকনাফের এই খোনকারপাড়া স্কুল নয়, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের আরো নয়টি স্কুলে এভাবে শিক্ষা দেয়ার জন্য সহায়তা করছে গ্রামীণফোন। স্কাইপির মাধ্যমে সচিত্র যোগাযোগ করা যায়, তাহলে শিক্ষা দেয়া যাবে না কেন- এ ধারণা থেকে ২০১১ সালে প্রথম অনলাইন স্কুলের যাত্রা শুরু হয়, ইত্তেফাককে বলেন জাগো ফাউন্ডেশনের সিনিয়র ম্যানেজার (কমিউনিকেশন বিভাগ) নদী রশীদ। তিনি আরো বলেন, গুণগত ও পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

অনলাইন স্কুলে পল্লীর

২০ পৃষ্ঠার পর

মানসম্মত শিক্ষা দেয়াই অনলাইন স্কুলের উদ্দেশ্য।

তারও আগে ২০০৭ সাল থেকে বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন 'জাগো ফাউন্ডেশন' সুবিধা বঞ্চিতদের জন্য সাধারণ স্কুল পরিচালনা করে আসছিল। একটি পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণফোনের সহায়তায় গাজীপুরে পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করা হয় অনলাইন স্কুল। কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকার রায়েরবাজারে স্থাপিত স্টুডিও থেকে 'অনলাইন শিক্ষক' পাঠ দেন, ইন্টারনেটের মাধ্যমে তা পাঠিয়ে দেয়া হয় অনলাইন স্কুলের শ্রেণিকক্ষের শিশু শিক্ষার্থীদের মাঝে। 'অনলাইন শিক্ষক' সরাসরি পাঠ দেন, পরীক্ষা নেন, বলেন হাফিজুর রহমান, যিনি গ্রামীণফোনের কমিউনিকেশনস বিভাগের কর্পোরেট রেসপন্সিবিলিটি স্পেশালিস্ট। কর্পোরেট স্যোশাল রেসপন্সিবিলিটির মাধ্যমে উচ্চগতির ইন্টারনেট সেবা দিয়ে এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে গ্রামীণফোন।

টেকনাফের খোনকারপাড়া অনলাইন স্কুলে ক্লাসের ফাঁকে শিক্ষার্থী ইন্দ্রিরা শর্মা ইসা জানায়, স্কুলের ক্লাস খুব ভাল লাগে। পর্দার কোনায় অনলাইন শিক্ষককে দেখিয়ে বলে 'ওই আপা ভাল ক্লাস নেয়'। আরেক শিক্ষার্থী নূরুল আফসারের ভাষ্য একই, টিভিতে আপা ক্লাস নেয়, এই স্কুল খুব ভাল লাগে। সুবিধাবঞ্চিত, স্থায়ী পরিবার এবং বাবা-মায়ের আগ্রহ আছে- এমন চার থেকে পাঁচ বছরের শিশুদের স্কুলে ভর্তি করা হয়, ইত্তেফাককে বলেন জাগো ফাউন্ডেশনের সিনিয়র ম্যানেজার (এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম) জাহিদ উজ জামান। টেকনাফের এই স্কুলের অন্তত নয়জন নরসুন্দরের ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করে। তাদের মায়েরা প্রতিদিন নিয়ে আসেন স্কুলে।

স্কুলের বারান্দায় বসে থাকা জেলপাড়া এলাকার শিক্ষার্থী বিতুশীর মা রত্না শীল বলেন, আমার আরেক ছেলে ক্লাস ফোরে পড়ে। তার চেয়ে অনলাইন স্কুলে পড়া বিতুশী ভাল শিখছে। কেটিবিল এলাকার আরেক অভিভাবক সিকা রানী বলেন, স্কুলটি আমারও ভাল লাগছে, আমার মেয়ে শর্মারও ভাল লেগেছে। একদিনও স্কুলে আসা বাদ রাখে না আমার বাচ্চা। এই কথার সাথে সায় দিয়ে স্কুলের দুই ফিজিক্যাল টিচার (মেনটোর) নাবিলা ইমান ও শিল্পী শর্মা বলেন, ছোট হলেও বাচ্চাদের শেখার আগ্রহ অনেক ভাল। শিশুদের অনলাইনে ক্লাস ছাড়াও নেয়া হয় পরীক্ষা। স্কুল থেকেই শিক্ষার্থীরা বই-খাতা-কলম, জামা-কাপড় পেয়ে থাকে বলে জানান অভিভাবকেরা।

টেকনাফ খোনকারপাড়া অনলাইন স্কুলের প্রজেক্ট ম্যানেজার সাইদুল ইসলাম মিঠু বলেন, ২০১৩ সালে বান্দরবান, রাজশাহী, মাদারীপুর ও গাইবান্ধা; এই চারটি স্কুল প্রতিষ্ঠার পর ২০১৪ সালে অনলাইন স্কুল প্রতিষ্ঠা পায় টেকনাফ, হবিগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, দিনাজপুর ও বগুড়ায়। এর আগে ২০১১ সালে গাজীপুরে প্রতিষ্ঠিত প্রথম স্কুলটির শিক্ষার্থীরা এখন অধ্যয়ন করে দ্বিতীয় শ্রেণিতে। বর্তমানে ১০ স্কুলে ৬৯০ শিক্ষার্থী, ২৩ জন অনলাইন টিচার ও মেনটর টিচার রয়েছেন ৪৬ জন। অনলাইন স্কুলে তুলনামূলক ঝরে পড়ার সংখ্যা কম। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) সিলেবাস অনুযায়ী স্কুলগুলোতে ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হয় বলে জানান কর্মকর্তারা।